বিল.........২০২৬

বিল

যেহেতু রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও স্থাপনার নিরাপত্তা রক্ষা, দেশের বহুমাত্রিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন প্রতিনিয়ত কার্যকর ভূমিকা পালন করিয়া যাইতেছে; এবং

যেহেতু আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের কার্যপরিধি সময়ের চাহিদার আলোকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং

যেহেতু The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXV of 1979) রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—**

(১) এই আইন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।—** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) **'অধস্তন কর্মকর্তা'** অর্থ উপ-পুলিশ পরিদর্শক ও সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক;

(খ) **'অধিনায়ক' (Commanding Officer)'** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যাটালিয়ন সদস্য যিনি একটি ব্যাটালিয়ন কমান্ড করেন;

(গ) **'আর্মড পুলিশ সদস্য'** অর্থ কর্মকর্তা ব্যতীত যেকোন পুলিশ সদস্য ;

(ঘ) **'উপ-অধিনায়ক'** অর্থ অধিনায়ককে সহযোগিতার নিমিত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;

(ঙ) **'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা'** অর্থ সহকারী পুলিশ সুপার হইতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা;

(চ) **'কর্মকর্তা'** অর্থ পুলিশ পরিদর্শক হইতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা;

(ছ) **'কোম্পানি'** অর্থ কতিপয় সশস্ত্র প্লাটুন সমন্বয়ে গঠিত কোনো কোম্পানি;

(জ) **'নির্ধারিত'** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) **'প্লাটুন'** অর্থ কতিপয় সশস্ত্র সেকশনের সমন্বয়ে গঠিত কোনো প্লাটুন;

(ঞ) **'ইউনিট'** অর্থ এই আইন অনুসারে গঠিত আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, স্পেশাল সিকিউরিটি প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, পার্বত্য (মাউন্টেন) ব্যাটালিয়ন বা অন্য যেকোন ইউনিট;

(ট) **'ব্যাটালিয়ন'** অর্থ কতিপয় সশস্ত্র কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত ব্যাটালিয়ন;

(ঠ) **'ফৌজদারি কার্যবিধি'** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ড) **'শৃঙ্খলা বাহিনী'** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৫২ অনুসারে শৃঙ্খলা বাহিনী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে শৃঙ্খলা বাহিনী;

(ঢ) **'সেকশন'** অর্থ একজন অধস্তন কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল আর্মড পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত সেকশন;

(ণ) **'বিশ্বাস করিবার কারণ'** 'বিশ্বাস করিবার কারণ', 'অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ', 'আক্রমণ', 'প্রতারণামূলকভাবে' এবং 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান' শব্দসমূহ দ্বারা যথাক্রমে দণ্ডবিধি (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নং আইন)-তে উল্লিখিত অর্থকে বুঝাইবে।

(ত) **'ক্যাম্প'** অর্থ নিজ কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় মোতায়েনকৃত ইউনিট।

[ধারা ২ এর সংজ্ঞাসমূহ বাংলা বর্ণমতে ক্রমধারা ঠিক করতে হবে]

৩। **আইনের প্রাধান্য।—** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইউনিট প্রতিষ্ঠা, গঠন ইত্যাদি

৪। **প্রতিষ্ঠা, গঠন ইত্যাদি।—**

(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের অধীন আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন ও পরিচালনা করা হইবে;

(২) ইউনিটে স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন), পার্বত্য (মাউন্টেন) ব্যাটালিয়ন ও বিমান বন্দর ব্যাটালিয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(৩) বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যাসকৃত পদের এবং সংখ্যার কর্মকর্তা ও আর্মড পুলিশ সদস্য লইয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাটালিয়নসমূহ গঠিত ও পরিচালিত হইবে;

(৪) কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে ইউনিটে সাইবার সেল গঠন করিতে পারিবে;

(৫) ইউনিট একজন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

(৬) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রশাসনিক ও আইনি বিষয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইনজীবী, মনোবিদ, চিকিৎসক, বিচারক ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক নন-পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত পদের জন্য সরাসরি অথবা প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **ইউনিটের প্রতীক, পতাকা ও পোশাক।—** এই ইউনিটের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রতীক, পতাকা ও সুনির্দিষ্ট পোশাক থাকিবে;

৬। **ইউনিটের কার্যালয়।—** (১) ইউনিটের সদর দপ্তর ঢাকায় থাকিবে, এবং

(২) প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য যে কোনো স্থানে আওতাধীন ইউনিটের দপ্তর স্থাপন করা যাইবে।

৭। **অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এপিবিএন।—**

(১) ইউনিটের প্রধান বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত অনূন্য অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

২) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইউনিটের নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও আর্মড পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে ব্যাটালিয়ন, কোম্পানি, প্লাটুন ও সেকশনে শ্রেণিবিন্যাস করিতে পারিবেন;

(৩) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ইউনিটের প্রশাসনিক, আর্থিক ও অপারেশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন; এবং

(৪) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ও অপারেশনাল কাজে পুলিশ মহাপরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে পুলিশের অন্যান্য ইউনিটকে সহায়তা করিবেন।

৮। **ইউনিটের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা।—** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা, পুলিশ মহাপরিদর্শকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকের আদেশে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

৯। **ইউনিট হইতে অব্যাহতি।-** এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইউনিটের প্রত্যেক সদস্য তাহার নিয়োগ বা অন্তর্ভুক্তির মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পর অবশ্যই কিংবা পুলিশ মহাপরিদর্শক অথবা এইরূপ অন্য অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদপূর্তির পূর্বেই নির্ধারিত শর্তাধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
ইউনিটের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১০। **ইউনিটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।—** ইউনিটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জননিরাপত্তা রক্ষা;

(খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিআইপি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ও প্ররক্ষা কাজে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাবাহিনীকে সহযোগিতা;

(গ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্থাপনা ও বিমান বন্দরসমূহের নিরাপত্তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

(ঘ) সন্ত্রাস ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন;

(ঙ) বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার;

(চ) মাদক, সাইবার অপারাধ, গুম ও ভূমিদস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, মানব পাচার, অপহরণসহ মানবতাবিরোধী কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) আইনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ;

(ঝ) অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা;

(ঞ) আদালত, সরকার বা পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি।

১১। **অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন।—** এই আইন, বিধি, প্রবিধান অথবা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা সাপেক্ষে, ইউনিটের সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংরক্ষণ, বহন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

১২। **প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা।—** ফৌজদারি কার্যবিধি ও প্রচলিত অন্যান্য আইন প্রতিপালন সাপেক্ষে কোনো স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা এই ইউনিটের থাকিবে।

১৩। **কতিপয় ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ।—** এই আইনের অধীন তল্লাশি, আটক, জব্দকরণ ও গ্রেফতার করিবার ক্ষেত্রে ইউনিটের অন্যূন উপ-পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগের অনুরূপ অধিকার ও দায় থাকিবে।

১৪। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে সোপর্দ ও আলামত হস্তান্তর।-** এই ইউনিটের কোনো সদস্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা কোনো আলামত জব্দ করিলে, ফৌজদারি কার্যবিধি এর বিধান পালন সাপেক্ষে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বা জব্দকৃত আলামত অনতিবিলম্বে নিকটবর্তী থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ বা হস্তান্তর করিবেন এবং এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
ফৌজদারি অপরাধ তদন্ত ও কার্যক্রম

১৫। **ফৌজদারি অপরাধ তদন্ত।—** (১) আদালত, সরকার বা পুলিশ মহাপরিদর্শক যেকোনো সময় ইউনিটের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শককে কোনো ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(২) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, তাহার অধীন কর্মরত পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোনো সদস্যকে উক্তরূপ ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন;

(৩) তদন্তকালে ফৌজদারি কার্যবিধি, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯৪৩ সহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

(৪) এই আইনের আওতাধীন তদন্ত কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকিবে এবং জব্দকৃত মালামাল আদালতের আদেশমতে বা সরকারের বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৬। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রযোজ্যতা।—** এ আইনের যে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই সেক্ষেত্রে অপরাধের তদন্ত, বিচার, তল্লাশি, জব্দ, গ্রেফতার, ফরেনসিক পরীক্ষা, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শৃংখলা ও আচরণ

১৭। শৃঙ্খলা ও আচরণ।—

(১) সরকার, ইউনিটের শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, শৃঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত কোনো বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত বিষয়ে ইতঃপূর্বে প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত, অথবা সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

(২) পুলিশ মহাপরিদর্শক এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে, যদি থাকে, ইউনিট সদস্যের জন্য শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কিত নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবেন;

১৮। সংগঠন, মিডিয়া, সংবাদপত্র বা ব্যবসায় অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা।— ইউনিটের কোনো সদস্য:-

(ক) কোনো সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উহার সহিত কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা রাখিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের স্বার্থে পেশাজীবী সংঘ বা সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন;

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রে কোনো প্রকার তথ্য অথবা অন্য প্রকার দলিল প্রকাশ বা প্রকাশে সহযোগিতা করিতে পারিবেন না বা প্রকাশ করিবার কারণ হইবেন না; বা

(গ) সরকার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুলিশ মহাপরিদর্শক পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো ব্যবসার সহিত জড়িত হইতে পারিবেন না।

১৯। বিভাগীয় কার্যধারা।—

(১) ইউনিট সদস্য কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কোনো আচরণ সংঘটিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা যাইবে, যথা:-

(ক) শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বা অসদাচরণ করা;

(খ) পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ কোনো আচরণ করা;

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা;

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্যারেডে অনুপস্থিত থাকা;

(ঙ) অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রদর্শন বা অবহেলা বা ছলনা করা;

(চ) উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোনো সদস্যের উৎকোচ গ্রহণের বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা;

(ছ) সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করা বা ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি সম্পত্তির ব্যবহার বা সরকারি দলিল জাল বা গোপন করা;

(জ) সরকারি বা ইউনিট সদস্যের সম্পত্তি চুরি, অসাধুভাবে আত্মসাৎ অথবা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করা;

(ঝ) চোরাই সম্পত্তি জ্ঞাতসারে বা উহা চোরাই সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে উহা গ্রহণ করা বা নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা;

(ঞ) প্রতারণার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো ব্যক্তিকে অবৈধভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো কার্য সম্পাদন বা বিচ্যুতি সংঘটন করা;

(ট) জরুরি বা আর্থিক বিষয়ে দালিলিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন অথবা প্রতারণামূলক তথ্য প্রদান অথবা জালিয়াতিকরণ অথবা কোনো বিচ্যুতি সংঘটন করা;

(ঠ) চাকুরিতে নিয়োগের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করা;

(ড) চাকুরির শর্তানুযায়ী গৃহীত শপথ ভঙ্গ করা;

(ঢ) দাপ্তরিক কোনো বিষয়ে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা;

(ণ) কোনো এপিবিএন সদস্যকে স্বেচ্ছায় আঘাতকরণ (voluntarily causing hurt) অথবা তাহাকে আক্রমণ (assult), বল প্রয়োগ, অপরাধজনক বল প্রয়োগ (criminal force) বা অশালীন আচরণ করা; বা

(ত) ধারা ১৫ এ উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা এবং ধারা ১৬ এ উল্লিখিত শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কিত কোনো বিষয় লঙ্ঘন করা।

(২) এই আইনের অধীন রুজুকৃত বিভাগীয় কার্যধারা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই ইউনিটের সদস্যদের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতি, অথবা ক্ষেত্রমতে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য বিধি বা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

২০। **বিভাগীয় কার্যধারায় আরোপযোগ্য দন্ড।—**

(১) বিভাগীয় কার্যধারায় দোষী সাব্যস্ত কোনো ইউনিট সদস্যকে নিম্নবর্ণিত যে কোনো গুরুদন্ড প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে বরখাস্ত; বা

(খ) চাকরি হইতে অপসারণ; বা

(গ) বাধ্যতামূলক অবসর; বা

(ঘ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পদাবনতি; বা

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পদোন্নতি বন্ধ; বা

(চ) অনূর্ধ্ব এক বৎসরের জ্যেষ্ঠতা বাজেয়াপ্ত; বা

(ছ) অনূর্ধ্ব এক বছরের বেতন ও ভাতাদি বাজেয়াপ্ত; বা

(জ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত।

(২) বিভাগীয় কার্যধারায় দোষী সাব্যস্ত কোনো ইউনিট সদস্যকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক লঘুদন্ড প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) অনূর্ধ্ব এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা জরিমানা;

(খ) তিরস্কার;

(গ) অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য কোয়ার্টার গার্ডে আটক রাখা;

(ঘ) অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য ব্যাটালিয়নে আটক রাখা এবং তৎসহ এক্সট্রা ড্রিল (Extra Drill), এক্সট্রা গার্ড (Extra Guard), ফ্যাটিগ (Fatigue) বা অন্য কোনো ডিউটি প্রদান; এবং

(ঙ) দৈনিক ২ (দুই) ঘণ্টা করিয়া অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) দিনের জন্য শাস্তি স্বরূপ ড্রিল (Drill) প্রদান।

(৩) পুলিশ মহাপরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউনিট সদস্য (অধিনায়কের নিম্নে নহে), তাহার অধীনস্থ যে কোনো ইউনিট সদস্যকে উপধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত যে কোনো এক বা একাধিক দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে উপধারা ২ এর (গ) হইতে (ঙ) অনুচ্ছেদ এ উল্লিখিত শাস্তি অধস্তন কর্মকর্তা হইতে তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া কোনো ইউনিট সদস্যকে এই ধারার অধীন কোনো দণ্ড প্রদান করা যাইবে না।

২১। **বিভাগীয় কার্যধারায় প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।—** ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে-

(ক) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের আদেশের ক্ষেত্রে উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শকের নিকট; অথবা

(খ) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক এর আদেশের ক্ষেত্রে পুলিশ মহাপরিদর্শক এর নিকট আপিল করা যাইবে এবং উক্ত আপিলে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আদালত গঠন, বিচার ও দণ্ড

২২। **আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত গঠন।—**

(১) ধারা ২৩ এ বর্ণিত অপরাধের বিচার করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত গঠন করা যাইবে এবং ধারা ২৪ এ বর্ণিত অপরাধের বিচার করিবার জন্য বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত গঠন করা যাইবে।

(২) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পুলিশ মহাপরিদর্শকের পূর্বানুমোদনক্রমে আর্মড পুলিশ ব্যাটারিয়নের ১ (এক) জন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক ও ২ (দুই) জন পুলিশ সুপার এর সমন্বয়ে সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত গঠন করিতে পারিবেন।

(৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক উপধারা (২) এ উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতের সভাপতি হইবেন।

(৪) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত গঠন করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন উপ পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(খ) ১ (এক) জন যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ; এবং

(গ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন পুলিশ সুপার।

(৫) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক উপধারা (৪) এ উল্লিখিত বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতের সভাপতি হইবেন।

(৬) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের করিবার জন্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অন্যূন একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে আইন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

(৭) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, তাহার পক্ষে আইনানুগ প্রতিনিধি হিসাবে মামলা শুনানির জন্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অন্যূন নবম গ্রেডের কোনো এপিবিএন সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

২৩। **সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতে বিচার্য অপরাধ ও দণ্ড।—** (১) কোনো এপিবিএন সদস্য কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কোনো কর্ম হইবে একটি অপরাধ, যাহা সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে, যথা:-

(ক) বাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ, পোশাক, যন্ত্রাংশ বা যানবাহনের অংশবিশেষ পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করা বা অবহেলার কারণে হারাইয়া ফেলা বা প্রতারণা বা জালিয়াতির আশ্রয় লইয়া তছরুপ করা;

(খ) কর্তব্যরত অবস্থায় মাতাল হওয়া বা মাতলামি করা;

(গ) কোনো কর্তব্যরত প্রহরীকে আঘাত করা বা তাহার উপর বল প্রয়োগ করা;

(ঘ) কোয়ার্টার গার্ডের কমান্ডে থাকা অবস্থায় লিখিত আদেশ সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্তরীণ না রাখা বা অন্তরীণ রাখিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা বা অন্তরীণ রাখা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেওয়া;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ডিউটি পোস্ট বা টহল পরিত্যাগ করা;

(চ) কোনো দায়িত্বপূর্ণ এলাকা, ডিউটি পোস্ট বা টহল দলের কমান্ডে থাকিয়া উক্ত দায়িত্বাধীন স্থলে মোতায়েনকৃত কোনো ব্যক্তিকে জুয়া খেলার অথবা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা;

(ছ) এই আইনের অধীন অন্তরীণ থাকাবস্থায়, আটকাদেশ হইতে অব্যাহতি পাইবার পূর্বে কৌশলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা;

(জ) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক আদেশ অমান্য করা;

(ঝ) কোনো এপিবিএন সদস্যকে শারীরিকভাবে আঘাত করিয়া জখম করা;

(ঞ) কোনো ডিউটি পোস্ট বা নির্ধারিত এলাকার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আহত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা;

(ট) অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তি, পরিবহন, যানবাহন, ইত্যাদি হইতে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা;

(ঠ) পরিকল্পিতভাবে বা অবহেলার কারণে তাহার দায়িত্বে থাকা সরকারি ঘোড়া বা সরকারি অন্য কোনো প্রাণীর প্রাণহানি করা বা জখম করা বা হারাইয়া ফেলা;

(ড) জ্যেষ্ঠ এপিবিএন সদস্যের আইনানুগ আদেশ অমান্য করা;

(ঢ) পরিকল্পিতভাবে বা অবহেলার কারণে অপরাধীকে আটক করিতে অথবা অবহেলাজনিত কারণে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়া।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ দণ্ড আরোপ করা যাইবে, যথা:-

(ক) উপধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে সমপরিমাণ অর্থদণ্ড;

(খ) অন্যান্য দফায় বর্ণিত অপরাধের জন্য অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন সশ্রম কারাদণ্ড।

২৪। **বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতে বিচার্য অপরাধ ও দণ্ড।—** (১) কোনো এপিবিএন সদস্য কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কোনো কর্ম হইবে একটি অপরাধ, যাহা বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে, যথা:-

(ক) বিদ্রোহ সংঘটন, উহাতে প্ররোচনা প্রদান, বিদ্রোহের কারণ সৃষ্টি, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া বা উহাতে যোগদান করা;

(খ) বিদ্রোহ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া উহা দমনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা;

(গ) বিদ্রোহ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকিয়া বা উক্তরূপ কোনো বিদ্রোহের অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ষড়যন্ত্রের কথা যুক্তিযুক্তভাবে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাহার অধিনায়ক বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত না করা;

(ঘ) কোনো এপিবিএন সদস্যকে সরকারের প্রতি তাহার কর্তব্য বা আনুগত্য হইতে বিরত রাখা;

(ঙ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট এপিবিএন সদস্য বা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে অস্ত্র, গোলাবারুদ বা দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে সাহায্য করা;

(চ) বিদ্রোহের সহিত সম্পৃক্ত অন্য যে কোনো অপরাধ সংঘটন করা;

(ছ) উপরি-উক্ত অপরাধসমূহ সংঘটনে সহায়তা প্রদান করা।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত যে কোনো দণ্ড আরোপ করা যাইবে, যথা:-

(ক) যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড; বা

(খ) অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো এপিবিএন সদস্য ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইবেন।

২৫। **অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আটক।—** অধিনায়ক, কোম্পানি অধিনায়ক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এপিবিএন সদস্যের যদি কোনো এপিবিএন সদস্য কর্তৃক ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা রহিয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্ত সদস্যকে অবিলম্বে আটক করিতে পারিবেন।

২৬। **দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল।—**

(১) সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতের যে কোনো দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালতে আপিল দায়ের করা যাইবে;

(২) বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতের যে কোনো দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালতে আপিল দায়ের করা যাইবে;

২৭। **আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালত গঠন।—**

(১) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালত গঠন করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(খ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(গ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন পুলিশ সুপার।

(২) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালতের সভাপতি হইবেন।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালত গঠন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(খ) ১ (এক) জন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ;

(গ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(ঘ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক;

(ঙ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১ (এক) জন পুলিশ সুপার।

(৪) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালতের সভাপতি হইবেন।

(৫) সরকার, অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে, আপিল শুনানির জন্য তাহার পক্ষে আইনানুগ প্রতিনিধি হিসাবে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অন্যূন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার কোনো এপিবিএন সদস্যকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

(৬) সংক্ষিপ্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত বা বিশেষ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতের রায় প্রদানকারী কোনো সদস্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালতের সদস্য হইতে পারিবেন না।

২৮। **আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালত ও বিচার পদ্ধতি—**

(১) এই আইনের বিধান অনুসারে গঠিত আদালত Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898) এর অধীন গঠিত আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন বর্ণিত আদালতের বিচার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V 1898) এর Chapter XXII অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।

২৯। **আদালতের এখতিয়ার বারিত।—** আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আদালতের কোনো কার্যধারা, রায়, আদেশ, আরোপিত দণ্ড বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কর্তৃক উক্তরূপ দণ্ডের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আপিল আদালতের রায় বা আদেশ বা সিদ্ধান্ত ঘোষণার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন দাখিল করা যাইবে।

৩০। **দণ্ড কার্যকরকরণ।—** (১) দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যাটালিয়ন সদস্যের দণ্ড কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত সদস্যকে দণ্ড প্রদানকারী আদালতের সভাপতি কর্তৃক "তপশিল" অনুযায়ী পরোয়ানা স্বাক্ষরপূর্বক কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যাটালিয়ন সদস্য এই আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে দণ্ড প্রদানের তারিখ হইতে তিনি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হইতে অপসারিত হইবেন।

৩১। **ব্যাটালিয়ন সদস্য কর্তৃক সংঘটিত অন্যান্য অপরাধ।–** এই আইনে বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত ব্যাটালিয়ন সদস্য কর্তৃক অন্য কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উহার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩২। **পলাতক ব্যাটালিয়ন সদস্যের গ্রেপ্তার।–** কোনো ব্যাটালিয়ন সদস্য কর্মস্থল হইতে পলায়ন করিলে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে সোপর্দ করিবার জন্য উক্ত পলাতক সদস্যের স্থায়ী অথবা বর্তমান বাসস্থান যেই থানায় অবস্থিত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অনুরোধকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারিকৃত পরোয়ানা গণ্য করিয়া পলাতক ব্যাটালিয়ন সদস্যকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে সোপর্দ করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৩৩। **প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম।–**

(১) ইউনিটের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তা ও আর্মড পার্সোনেল বা ইউনিটে যোগদানের পর নির্ধারিত মেয়াদে বাধ্যতামুলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ইউনিটের সদর দপ্তরে একটি গবেষণা ইউনিট থাকিবে, যাহা অপারেশনাল ও তদন্ত সংক্রান্তে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করিবে।

(৩) গবেষণা ইউনিটের কর্মপরিধি, পরামর্শক সেবা ও অন্যান্য বিষয়াবলি এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **প্রতিবেদন।–** (১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউনিটর উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন যথাযথ মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ইউনিটর নিকট হইতে যে কোন সময় উহার কার্যাবলির উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ইউনিট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৫। **ক্ষমতা অর্পণ।–** (১) সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা ইউনিটের উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) অতিরিক্ত আইজিপি, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির অধীন তাঁহার ওপর অর্পিত কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, ইউনিটের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা। –** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। –** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৩৮। **ইউনিটের সদস্যদের আইনি সুরক্ষা।—** এই ইউনিটের অধীনে দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে (In good faith) কৃত কোন কাজের জন্য ইউনিটের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কার্যধারা রুজু বা ক্ষতিপুরণ আদায় বা অন্য কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৯। **রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।—** (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে **The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXV of 1979)'** রহিত হইবে এবং রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ণকল্পে প্রণীত এই আইন বলবৎ হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অধ্যাদেশ/আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশ/আইনের অধীনে পূর্বতন-

(ক) কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে উক্ত আইন এর অধীন নির্ধারিত কোনো আবেদন পেশের অথবা কোনো আপিল অথবা পুনরীক্ষণ (Revision) দায়েরের সময় সীমার মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে, উক্ত মেয়াদ অব্যাহত থাকিবে।

(গ) চলমান মামলাসমূহ এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই;

(ঘ) প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে।

৪০। **ইংরেজি অনুদিত পাঠ প্রকাশ ইত্যাদ।—** (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।